participates in survival strategies of coastal poor
COAST Trust

সম্প্রীতি

UNHCR
The UN Refugee Agency

ইউএনএইচসিআর এর সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের ৪টি ইউনিয়ন–রাজাপালং, পালংখালী, হোয়াইকং ও হ্নীলাসহ সংশ্লিষ্ট ৮টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পরিচালিত 'রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে সামাজিক সংযোগ' প্রকল্পের কার্যক্রমের বুলেটিন।

২য় বর্ষ, ১৫তম সংখ্যা **জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ** **শ্রাবন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ**

উখিয়া এবং টেকনাফ–এর ইউপি সদস্য, শিক্ষক, সাংবাদিক, ইমাম এবং সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিরা স্থানীয় এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সংযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা শুরু করেছে।

স্থানীয় এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিপুন পরিবেশ বজায় রাখা সামাজিক সংহতি উন্নতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপুন প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি মাথায় রেখে কোস্ট ট্রাস্ট ইউএনএইচসিআর এর সহযোগিতায় প্রকল্পের কাজের অংশ হিসাবে ২৩ এবং ২৫ জুলাই সামাজিক সংহতি প্রচার কমিটির জন্য একটি রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণটি উখিয়া উপজেলা হলরুম এবং টেকনাফের হোয়াইকং এর কানজরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে মোট ৩৬ জন অংশগ্রহণ করে এবং স্থানীয় এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সংহতি উন্নয়নে তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব কি হবে সে বিষয়ে জানতে পারে। সামাজিক সংহতি প্রচার কমিটি (স্থানীয় কমিউনিটি) এবং সামাজিক সংহতি প্রচার গ্রুপ (রোহিঙ্গা কমিউনিটি) এর মধ্যে সংলাপ হবে এবং উক্ত সংলাপে সামাজিক সংহতিকে বাধাগ্রস্থ করে এই রকম ঝুঁকিসমুহ বের করে তা প্রশমনে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হবে সেই লক্ষে কাজ করা শুরু হয়েছে।

উখিয়া উপজেলা পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী সামাজিক সংযোগ উন্নয়ন কমিটির দৃশ্য। ছবিঃ জুলফিকার

"প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণভাবে বাস করার বিকল্প নেই। আর এজন্য আমরা আমাদের সুশীল সমাজ এবং সচেতন মানুষদের সামাজিক সংহতি উন্নয়নের লক্ষে সচেতনতা তৈরির জন্য কাজ উচিত" বলে উল্লেখ্য করেন **জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী পরিচালক, সামাজিক সংহতি প্রকল্প, কোস্ট ট্রাস্ট । হোয়াইকং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুর আহম্মদ আনোয়ারি বলেছেন**, "রোহিঙ্গা এখানে থাকার কারণে স্থানীয় জনগন তাদের জমি হারিয়েছে। রোহিঙ্গা জনগণের ক্রমাগত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকরণে বিলম্বের কারণে স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকজনের মনে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে।
স্থানীয় সম্প্রদায়ের যুবকরা সঠিক কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না, অশিক্ষিত রোহিঙ্গা মানুষের আচরণগত সমস্যা শান্তিপুন সহাবস্থানের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। উভয় সম্প্রদায়েরমধ্যেশান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে আমাদের অবশ্যই এই বিষয়গুলিতে কাজ করতে হবে। লোকজনের মনে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের যুবকরা সঠিক কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না, অশিক্ষিত রোহিঙ্গা মানুষের আচরণগত সমস্যা শান্তিপুন সহাবস্থানের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। উভয় সম্প্রদায়েরমধ্যেশান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে আমাদের অবশ্যই এই বিষয়গুলিতে কাজ করতে হবে।

মানবাদিকার বিষয়ক সেশনে রোহিঙ্গাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণ বললেন হ্নিলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

বিশ্বে প্রতিটি মানুষেরই সমান অধিকার রয়েছে। তবে এই অধিকারগুলি কী তা বেশিরভাগ লোক জানেন না।
ইউএনএইচসিআর এর সহায়তায় উখিয়া এবং টেকনাফের স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করছে কোস্ট ট্রাস্ট। ২৩ শে জুলাই, ২০২০ কোস্ট ট্রাস্ট উখিয়া এবং টেকনাফে পৃথকভাবে মানবাধিকার বিষয়ে দুটি অধিবেশন আয়োজন করে। অধিবেশনটিতে মোট ৪০ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নেন। অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীরা মানবাধিকারের ৩০ টি ধারা এবং স্থানীয় এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সংহতির গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন।

হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান **রাশেদ মাহমুদ আলী বলেছেন**, "রোহিঙ্গারা অসহায় ও গৃহহীন, এ কারণেই আমরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছি। এটি মানবাধিকারের একটি অঙ্গ এবং আমাদের এটি ধারন করতে হবে। আমাদের উচিত মানবাধিকারকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা।"

মানবাদিকারের উপর সেশন চলাকালীন আলোচনা করছেন হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রাশেদ মাহমুদ আলী । ছবি–ইউনুস

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য–উপাত্ত ও ছবি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীবৃন্দ।

প্রয়োজনে আরো তথ্য ও যোগাযোগের জন্যঃ

সামাজিক সংযোগ প্রকল্প, কক্সবাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ফোনঃ০৩৪১–৬৩১৮৬, মোবাইলঃ০১৭১৩–৩২৮৮২৭

ই–মেইলঃjahangir.coast@gmail.com

ওয়েবসাইটঃ www.coastbd.net